126

ভোরের কাগজ

তারিখ 03 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

শিক্ষকদের বর্ণ ও বর্ণচোরা শিক্ষক

মুনতাসীর মামুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নানা বর্ণে বিভক্ত– উল্লেখ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়েরই বাংলা বিভাগের প্রফেসর ও বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট ডঃ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। এ বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে এই ভোরের কাগজ-এই। কিন্তু যে কথাটি লিখলে প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ হতো, সেটিই তিনি উল্লেখ করেননি। হয়তো তাঁর মনে নেই। কারণ, প্রফেসররা সাধারণতঃ নাকি এবসেন্ট মাইন্ডেড হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নানা বর্ণে বিভক্ত। ঠিক। তবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণচোরা শিক্ষকেরও শেষ নেই। ডঃ মোরশেদ সেটিই উল্লেখ করেননি।

শিক্ষকরা নানা মতবাদে বিশ্বাসী, তাই নানা বর্ণে বিভক্ত এবং সে কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিভাজন সব সময় আদর্শভিত্তিক– একথা বলা বেঠিক। খানিকটা আদর্শভিত্তিক, খানিকটা সুবিধাভিত্তিক, খানিকটা আবার বন্ধুভিত্তিকও। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কে কোন নীতিতে সমর্থন দিচ্ছে বা দল দিচ্ছে তার ভিত্তিতে মোটামুটিভাবে একটি চরিত্র নির্ধারণ করা যায়।

প্রফেসর মোরশেদ তাঁর প্রবন্ধে মূলতঃ আক্রমণ করেছেন 'গোলাপী দল'-কে। আমি গোলাপী দলের একজন সমর্থক, তাই এ বিষয়ে নিজের মতামত তুলে ধরা জরুরি মনে করছি। প্রফেসর মোরশেদের মূল অভিযোগগুলো হলো—

(১) "গোলাপী দল গঠনের পেছনে আওয়ামী লীগের প্রতি অসমর্থনের দিকই স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়।" (২) "বিশেষ করে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। সে ক্ষেত্রে নীল দলের বিপক্ষে কোনো দল গঠনের একটাই অর্থ দাঁড়ায় যে, তারা আওয়ামী লীগের সমর্থক নন।" (৩) "আওয়ামী লীগের আমলে আওয়ামী লীগের সমর্থক একদল শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। অন্য দলের শিক্ষক এসব আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় অসমর্থ হয়ে কিংবা আদর্শগত কারণে গোলাপী দল গঠন করেন। এই দলের মধ্যেও বামপন্থী চেতনায় বিশ্বাসী শিক্ষক থেকে শুরু করে ডানপন্থী ও মধ্যপন্থীতে অবস্থিত অনেক শিক্ষক আছেন। এমনকি পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষকও আছেন।" (৪) "পূর্ববর্তী সরকারের আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোলাপী দলের সদস্য ছিলেন বলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রেই গোলাপী দলের সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা দিতে শুরু করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের প্রভোস্ট নিযুক্তি শিক্ষক মনোনয়ন, স্কলারশিপ বিতরণ, প্রভৃতি নিযুক্তি- প্রতি ক্ষেত্রেই গোলাপী দলভুক্ত শিক্ষকরা সুযোগ পেতে থাকেন এবং নীল দল কোণঠাসা হয়ে পড়ে।" (৫) "নীল, গোলাপী বা সাদা এই তিন দলই বর্তমানে জামাতপন্থী শিক্ষকদের বাইরে অবস্থান করছে। কিন্তু প্রয়োজনের সময় নীল, গোলাপী বা সাদা এই তিন দলই এক সময় জামাতপন্থীদের সমর্থন নিয়ে নির্বাচনে নেমেছিল এবং জয়লাভও করেছিল। কোনো দল যদি সগর্বে আত্মঘোষণা করে তারা জামাতবিরোধী, তাহলে সত্যকে অস্বীকার করা হবে।" (৬) "শিক্ষক সমিতির গত নির্বাচনে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নীল ও গোলাপী দলের পক্ষে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। দু'দলের পক্ষেই বলা হয়েছে যে, তারা স্বাধীনতার সপক্ষে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী এবং সাদা দল সরকার সমর্থক দল। এই সংবাদের ভেতরে প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরা হয়নি। তার কারণ, গোলাপী দলে অনেক সদস্য আছেন যারা পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী। পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষক নিয়ে গোলাপী দলের এই সংবাদ প্রকাশ সত্যের বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ নীল দল জন্মের পরই আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিল। গোলাপী দল এরশাদ সাহেবের সরকারকে সমর্থন করেছিল।" (৭) "গোলাপী দলের শিক্ষক সমর্থন কম হলেও তারা তিনটি আসন কিভাবে অর্জন করলেন? নীল দলের কোনো সমর্থক তাদের সমর্থন না করলেও সাদা ও জামাতপন্থী শিক্ষকরাই তাদের সমর্থন করেছেন। তা নইলে তাদের তিনটি আসনে বিজয়ী হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।" (৮) "সাদা দলের যে দু'জন সদস্য শিক্ষক সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন, তারা দু'জনই বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষক। গোলাপী দলের তিনজন শিক্ষকই কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষক। এ থেকে কি এই অনুমান করা চলে যে, সাদা দলের শিক্ষকদের মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক দুর্বলতা ক্রিয়াশীল আর গোলাপী দলে কলাভিত্তিক?

এই প্রতিটি পয়েন্ট ধরে উত্তর দিতে গেলে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হয়ে যাবে যার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার আপত্তি দু'একটি বিষয়ে সেগুলো হচ্ছে—

১. গোলাপী দল পাকিস্তানপন্থী ও জামাতপন্থী এবং ২. এরশাদপন্থী।

এ দু'টি অভিযোগের আগে সামগ্রিকভাবে অন্যান্য বিষয়ে খানিকটা বলা দরকার। এ কথা বিশ্ববিদ্যালয়েরও কেউ বলবে না যে, গোলাপী দলে কখনো কোনো জামাতী বা পাকিস্তানপন্থী আছে। গোলাপী দলের আদি নেতা ছিলেন ডঃ আহমদ শরীফ। নীল দলের সঙ্গে যখন আমাদের দ্বন্দ্ব চলছিল তখন জামাতী ও মৌলবাদীদের কোনো সদস্যই কোনোদিন আমাদের ধারে-কাছে ঘেঁষার সাহস পর্যন্ত পায়নি। তাদেরকে সঙ্গে নিলে ১৯৭২ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নীল দলের উপাচার্য কখনো আসীন হতে পারতেন না। বিভিন্ন নির্বাচনে সে সময় গোলাপী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় এবং একবার ৩৫ জন শিক্ষক-সিনেটরের মধ্যে ২৬ জনই গোলাপী দল থেকে নির্বাচিত হন। কিন্তু রাজাকার-জামাত-মৌলবাদী-পাকিস্তানপন্থীদের প্রশ্নে আপসহীন থাকায় উপাচার্য পদে নীল দলই ১৪টি বছর আসীন থাকে। সে সময় কোন দলের সঙ্গে জামাতী-মৌলবাদী-পাকিস্তানপন্থীরা ছিল, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াকিবহাল শিক্ষকমাত্রই জানেন। সে সময়কার বিভিন্ন নির্বাচনে প্রার্থীদের নাম দেখলেই এ প্রশ্নের উত্তরটি স্পষ্ট হবে। গোলাপী দলের কোনো প্রার্থীই জামাতী-পাকিস্তানপন্থী ছিল না। এটা যে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেরই জানা।

তবে হ্যাঁ, গোলাপী দলের প্রফেসর আবদুল মান্নান উপাচার্য হয়েছিলেন, অনেক ক্ষেত্রে দলীয়করণও করেছিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসের দায়ে ১০ জন ছাত্রকে বহিষ্কারও করেছিলেন, যা অভূতপূর্ব।

এখানে একটি কথা বলা জরুরি তাহলো, প্রতিটি দলে আদর্শবাদীর অবস্থানই আছে- এটি বলা ঠিক নয়। নীল দলে অনেকে আছেন যারা সরাসরি আওয়ামী লীগের সমর্থক নন আবার গোলাপী দলেও অনেকে আছেন যারা আওয়ামী লীগবিরোধী নন। বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্র আছে, তাই ভোটও আছে। এই ভোট যে পুরোপুরি দলকেন্দ্রিক হয় তাও নয়। দেখা যাবে অনেক শিক্ষক আছেন যারা যে কোনো প্যানেল বা দল থেকে দাঁড়ালেই জিততেন কারণ, তাদের পরিচিতি। যেমন, প্রফেসর আহমদ শরীফ বা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সবসময় জিততেন, কারণ লেখালেখির কারণে তাদের পরিচিতি ও ব্যক্তিত্বের জন্য। নীল দলের প্রফেসর মহব্বত আলী বা একদা গোলাপী পরবর্তীকালে সাদা দলের নেতা প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা সবসময় জিততেন ব্যক্তিগত যোগাযোগের কারণে। অনেকে আবার একটি হাউস টিউটরশিপ, প্রভোস্ট, একটি বাসা ইত্যাদি জাগতিক সুবিধার জন্য ক্ষমতাসীন দলে যোগ দেন বা ভোট দেওয়ার আশ্বাসে কোনো দলকে ক্ষমতাসীন হতে সাহায্য করেন। এসব আত্মবিক্রয়কারী বা বর্ণচোরা শিক্ষকের সংখ্যাও কম নয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের '৭৩ অধ্যাদেশ একতরফা কোনো সংশোধনের প্রশ্ন উঠলে তাদের কার্যকলাপই তার যৌক্তিক ভিত্তি প্রদান করবে।

এরশাদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা যখন সাদা দল করেন (ভিসি হওয়ার পথ করার জন্য) তখন গোলাপী ও নীল দলের অনেকেই সেখানে যোগ দেন। জামাত, ফোরামও যোগ দেয়। জামাতকে সম্পূর্ণভাবে পুনর্বাসন ও ভোট ব্যাংক ভারি করার জন্য জামাতপন্থী শিক্ষকদের নিয়োগে,

অ. পৃ. দ্র.

এ বিষয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বেগম জিয়া ক্ষমতায় এলে এ দলও হয়ে ওঠে বিএনপি-জামাত সমর্থক। দেশের অনেক প্রগতিশীল লেখক-বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিরাও ছিলেন সাদা দলের নেতা ও সমর্থক।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিতেও মেরুকরণ ঘটে। প্রতিদ্বন্দ্বী নীল ও গোলাপী দল মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ও জামাতবিরোধিতার ক্ষেত্রে এক ধরনের সমঝোতায় উপনীত হয় এবং দু'দলের প্রার্থীরাই দু'দল থেকে ভোট লাভ করেন। যার ফলে গত দু'টি নির্বাচনে তারাই জয়লাভ করেছে। সাদা দল পরাজিত হয়ে বিভক্ত হয়ে যায়। তবে সুযোগ-সুবিধার প্রশ্নে আবার একও হয়ে যেতে পারে। তবে এসব নির্বাচনের ক্ষেত্রে বর্ণচোরারাই লাভবান হন, বর্ণবাদীরা (জাতিগত ঘৃণার অর্থে নয়) নন।

গোলাপী দলের জামাত সমর্থন ও পাকিস্তানপন্থী হওয়ার বিষয়ে একটি কথাই বলবো। এ দল করি আমি, এ দলে আরো আছেন অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী রফিকুন নবী, অধ্যাপক সাদউদ্দিন বা অধ্যাপক আবু জাফর প্রমুখ, তাঁদের অনেকের লেখা/ছবি ভোরের কাগজ-এই ছাপা হয়েছে। পাঠকদের কি মনে হয়েছে কখনো যে, এরা জামাত বা পাকিস্তানপন্থী? জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের শত্রুরাও তাঁদের এ অপবাদ দেন না। উল্লেখ্য যে, এবার শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে আমি এবং অধ্যাপক মনজুরুল ইসলাম দু'জনই পরাজিত হয়েছি।

অধ্যাপক মনজুর মোরশেদ যখন সাদা দলের রবরবা তখন নীল দলের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট নিযুক্ত হন। তারপর একদিন সুন্দর সকালে দেখা গেলো তিনি বিএনপি-জামাত সমর্থক সাদা দলে যোগ দিয়েছেন, নির্বাচনও করেছেন সে দল থেকে। গত দু'টি নির্বাচনে, বিশেষ করে, শেষ নির্বাচনে নীল দল ভালোভাবে জয়লাভ করার পর ভোরের কাগজ-এ নীল দলের সমর্থনে গোলাপী দলকে অভিযুক্ত করে তিনি লিখেছেন। তাঁর হয়তো মনে হয়েছে নীল দল আবার ক্ষমতায় যেতে পারে। গত দু'দশকে আমাদের অনেক শ্রদ্ধেয় শিক্ষককেই এভাবে আত্মা বিক্রয় অথবা সুবিধার লোভে দল বদল করতে দেখেছি। এও দেখেছি, তারা বাইরে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে জামাতের সঙ্গে দল করছেন। ফলে অধ্যাপক মনজুর মোরশেদের এই লেখায় আশ্চর্য হইনি। বরং তিনি ঐ দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন মাত্র। বলাবাহুল্য, আত্মা বিক্রয়কারী বা বর্ণচোরারা জাগতিক কিছু সুযোগ-সুবিধা হয়তো পান কিন্তু সাধারণ্যে কখনই আদৃত হন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমি লজ্জিত, কারণ আমার অনেক সহকর্মীই এ কাজটি করছেন বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে।

মুনতাসীর মামুন : লেখক ও প্রাবন্ধিক। অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।